আলমডাঙ্গা বন্ডবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিদায় সংবর্ধনা

আলমডাঙ্গা বন্ডবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিরিন জাহানের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্টিত।নিজে কাঁদলেন,অন্যদের কাঁদালেন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা বন্ডবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিরিন জাহান দীর্ঘ ৩০ বছরের অধিক কাল একই স্কুলে চাকরি শেষে আজ অবসর গ্রহন করায় তাকে স্কুলের পক্ষ থেকে বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। মোছাঃ শিরিন জাহান দীর্ঘ চাকরি জীবনের ৩২ বছর বন্ডবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে চাকরি করে রেকর্ড গড়েছেন। স্কুলের শিক্ষার্থী, অভিভাবক,ম্যানেজিং কমিটির সদস্য বৃন্দ সকলে তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। বন্ডবিল গ্রামের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র আওরঙ্গজেব মোল্লা টিপু অত্র স্কুলের সভাপতি হিসেবে বহুদিন দায়িত্ব পালন করেছেন। তার দায়িত্ব কালে প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অষ্টম শ্রেনী পর্যন্ত উন্নিত করা হয়েছিল।

আজ রবিবার বন্ডবিল স্কুল কমিটি ও শিক্ষক মন্ডলি প্রধান শিক্ষক শিরিন জাহানকে বিদায় সংবর্ধনা প্রদান করেন।

স্কুলের সহকারি শিক্ষক আব্দুল মজিদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্কুল কমিটির সভাপতি ও উপজেলা সহকারি শিক্ষা অফিসার হুমায়ন কবির। সহকারি শিক্ষক পুবন কুমার সাধুখার উপস্থাপনায় সংবর্ধিত অথিতি শিরিন জাহান বলেন আমি চাকরি জীবনের বেশির ভাগ সময় বন্ডবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। শিক্ষকতা পেশা এমন একটা পেশা,যে পেশায় ছোট ছোট মানুষের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া যায়। ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে লেখা পড়া শেখানো খুবই দুরুহ কাজ। যে কাজটি আমরা করে থাকি। আমার দীর্ঘ চাকরি জীবনে যদি কখনও কারো সাথে খারাপ আচরন থাকি তাহলে নিজ গুনে ক্ষমা করে দেবেন।

প্রধান অতিথি বলেন আপনারা সকলে মানুষ গড়ার কারিগর, এই মাহান ব্রত সকলে পালন করতে পারে না।একজন পিতা মাতা,তাদের ছোট সন্তান কে

আপনাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত হয়।আপনারা কিন্ত পিতা মাতার দায়িত্ব সহ শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন।

সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাইফুল ইসলাম, সহকারি শিক্ষক নায়মা আফরোজ,ফাতেমা আক্তার,তামান্না আরেফিন,সাবিনা আক্তার,মিতা রানী সাহা,ও ইমরান হোসেন প্রমুখ।এ ছাড়াও গ্রামের প্রাক্তন শিক্ষার্থীগন সভায় উপস্থিত ছিলেন। বন্ডবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিরিন জাহান তার বর্ণাঢ্য চাকুরি জীবন থেকে অবসরজনিত বিদায়ে আমরা সাবেক ছাত্র ছাত্রীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

গাংনীতে দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রধান শিক্ষকের অভিযোগ

বিদ্যালয় আঙিনায় ধুমপান করতে নিষেধ করায় প্রধান শিক্ষককে লাঞ্ছিত ও হুমকি দিয়েছেন একই বিদ্যালয়ের দুই সহকারী শিক্ষক।

এঘটনায় বিচার ও জীবনের নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন প্রধান শিক্ষক বাকের আলী। ঘটনাটি গাংনী উপজেলার মটমুড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঘটেছে।

প্রধান শিক্ষক বাকের আলীর লিখিত অভিযোগে জানান গেছে, সহকারী শিক্ষক মোহাম্মদ শাহেদ মেহদাদ (ইনডেক্স নং ১০৫৩৩৩৫) ও মো: আরিফুর রহমান (ইনডেক্স নং ১১৪৪৪৬৯) বিদ্যালয় আঙিনায় যত্রতত্র দাঁড়িয়ে ধুমপান করে থাকেন।

বিষয়টি নিয়ে শিক্ষার্থীরা বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থীরা বারবার অভিযোগ দেই। বিষয়টি আমি ওই দুই শিক্ষককে নিষেধ করার কারনে ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে অন্যান্য শিক্ষকদের সামনে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করেন। তারা দুজনে বলেন, সিগারেট সেবন আমাদের ব্যক্তিগত বিষয়। আমরা সিগারেট খাবো পারলে ঠেকাশ। আমরা যেভাবে স্কুল চালাবো সেভাবেই স্কুল চলবে। এছাড়া হুমকী দিয়ে বলেন, তুই বাসে চড়ে গাংনী যাবি কি করে আমি দেখে নেবো। তারা প্রায়ই আমার সাথে

মারমুখী আচরণ করেন। দম্ভ করে বলে আমরা তোর আন্ডারে চাকুরী করিনা। এছাড়া আমাকে প্রাননাশের হুমকী দেন। এই ঘটনার পর আমি মানুষিক ভাবে ভেঙ্গে পড়েছি। চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানান প্রধান শিক্ষক বাকের আলী।

আলমডাঙ্গায় স্লিপ ফান্ডের ৭০ হাজার টাকা আত্নসাত

আলমডাঙ্গার মাদারহুদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে স্কুল লেভেলের ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান্ট (স্লিপ) ফান্ডের ৭০ হাজার টাকা আত্নসাৎ এর অভিযোগ উঠেছে। তিনি ওই টাকার কাজ না করে উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার (এটিও)র যোগসাজসে এ অর্থ লোপাট করেছে বলে এমন অভিযোগ তুলেছেন এলাকাবাসী। আবার সেগুলো শিক্ষা অফিসে দাখিল করা হয়েছে স্কুল কমিটির সভাপতির স্বাক্ষর জাল করে।

এছাড়া গত ২০২১-২২ ও ২০২২-২০২৩ সালের স্লিপ ফান্ডের টাকার কাজ না করেই তৈরি করা হয়েছে ভুয়া ভাউচার। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ওই প্রতিষ্ঠানের এই সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোছা: দিলরুবা খাতুন বিল ভাউচার ও তথ্য দিতে রাজি হয়নি। তিনি উপজেলা সহকারী শিক্ষক (এটিও)র বখতিয়ার হোসেনের সাথে ফোন ধরিয়ে দেন।

এলাকাসুত্রে জানাগেছে, উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের মাদারহুদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে স্কুল লেভেলের ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান্ট (স্লিপ) ফান্ডের ৭০ হাজার টাকা বরাদ্দ পায়। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক দিলরুবা খাতুন কাজ না করে ভুয়া রশিদে টাকা আত্নসাৎ করেন। আত্নসাতের ওই টাকা ভাগাভাগি করে নেয় উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার বখতিয়ার হোসেন ও প্রধান শিক্ষক দিলরুবা খাতুন। এনিয়ে এলাকাজুড়ে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়েছে। প্রধান শিক্ষকের নিকট এমন অভিযোগে সরেজমিন জানতে চাইলে প্রধান

শিক্ষক দিলরুবা খাতুন বরাদ্দ ৭০ হাজার টাকা কোন রশিদ দেখাতে পারেনি।

এবিষয়ে মাদারহুদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাবেক ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা বলেন, প্রধান শিক্ষক ম্যানেজিং কমিটির মিটিং বাদেই তিনি একক ভাবে ভুয়া রশিদ করে বিভিন্ন বরাদ্দের টাকা আত্নসাৎ করেন। তিনি উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসারের ক্ষমতা ব্যবহার করেন। এমন ঘটনায় তার বিরুদ্ধে তদন্ত পূবক ব্যবস্থার দাবি করেন।

মাদারহুদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিলরুবা খাতুন বলেন, আমি সব কাজ করেছি। বরাদ্দের টাকা আত্নসাত করিনি। অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষকের নিকট বরাদ্দকৃত খরচের বিল ভাউচার দেখতে চাইলে তিনি দেখাতে পারেনি।
আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার (এটিও) বখতিয়ার হোসেনের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিভিন্ন তালমাতাল কথা বলেন। এছাড়াও তিনি বরাদ্দকৃত টাকা খরচের বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না।

গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় এন্ড কলেজে আওয়ামী লীগে সরকারের ছত্রছায়ায় ক্ষমতার অপব্যবহার করে অবৈধ নিয়োগ বানিজ্যের অভিযোগ উঠেছে প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেনের বিরুদ্ধে। বিভিন্ন শাখায় পদ সৃষ্টি করে শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে প্রায় কোটি টাকা বানিজ্য করেন প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন। আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ক্ষমতার দাপটে অনেক অভিযোগ শিক্ষক আফজাল হেসেন আমলে নেননি।

টাকা ফেরত চাওয়াকে কেন্দ্র করে গাংনী শহরে একাধিকবার লাঞ্চিত হন প্রধান শিক্ষক। পরে বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে গেলেও খোভ দানা বাধতে থাকে প্রতারিত ভুক্তভোগী শিক্ষকদের মধ্যে।

অবশেষে প্রতারিত ও ভুক্তভোগী শিক্ষকরা বুধবার দপুর ১২ টায় প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেনের বাড়ীতে শিক্ষকরা টাকা ফেরতের দাবীতে অবস্থান কর্মসৃচি পালন করেছেন।

সহকারী শিক্ষকরা জানান, প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন আমাদের ভুয়া নিয়োগ দিয়েছেন । সরকারী কর্মকর্তাদের ভুয়া স্বাক্ষর করে আমাদের হাতে দিয়েছেন। ২০১৪ সাল থেকে আমাদের বেতন ভাতা হয়নি। আমারা টাকা ফেরত চাইলে আজ কাল করে ঘুরাতে থাকে। আমারা প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দেবো।

সরকারী নির্দেশ উপেক্ষা করে বিদ্যালয়ের বিশেষ কমিটি ক্ষমতার বলে টাকার বিনিময়ে গোপনে ৯ জন সহকারী শিক্ষককে অবৈধভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও মোট ২৮ জন সহকারী শিক্ষক অবৈধভাবে নিয়োগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন ভুয়া নিয়োগের মাধ্যমে কোটি টাকা বানিজ্য করেছেন বলে অভিযোগ তোলেন ভুক্তভোগী শিক্ষকরা।

এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেনের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি। পরে ম্যাসেজ দিয়েও কোন উত্তর পাওয়া যায়নি।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক বলেন বিষয়টি আমি শুনেছি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এছাড়াও নিতি আরও বলেন, ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ের ৮ জন সহকারী শিক্ষককের বেতন শিটে স্বাক্ষর না করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যান্য সহকারী শিক্ষকদের নিয়োগ ফাইল তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

গাংনী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

জ্ঞাত আয় বর্হিভূত ১ কোটি ১০ লাখ ১৫ হাজার ৫৩৬ টাকা সম্পদ অর্জনের প্রাথমিক তথ্য পাওয়ায় গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের প্রধান শিক্ষক (অধ্যক্ষ) আফজাল হোসেনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

দুদক সমন্বিত কুষ্টিয়া কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক নীল কমল পাল বাদি হয়ে গত বুধবার দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৭(১) ধারায় মামলাটি দায়ের করেন।

দুদক সমন্বিত কুষ্টিয়া কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক নীল কমল পাল জানান, প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন দুদকের অনুসন্ধান দলের কাছে তার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের যে বিবরণী দাখিল করেছেন তার সাথে বাস্তব সম্পদ অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি যে সম্পদের পাহাড় গড়েছেন তার দুদকের কাছে লুকিয়েছেন। দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করে প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৭(১) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। যে কারনে বিচারের লক্ষ্যে মামলাটি দায়ের করেছে দুদক।

দুদকের দায়ের করা মামলার অভিযোগের বিবরণীতে জানা গেছে, আফজাল হোসেন তার নিজের আয়ের টাকা দিয়ে ২০১০ সালে গাংনী পৌর এলাকার বাঁশবাড়ীয়া মৌজায় স্ত্রী সেলিনা আক্তারের নামে ৮.২৫ শতক জমি ক্রয় করেন। জমির দলিল মূল্য দেখানো হয় মাত্র ৪০ হাজার টাকা। ওই জমিতে ২০১২ সালে তিনি নির্মান করেছেন একটি দৃষ্টিনন্দন দ্বিতল ভবন।

আফজাল হোসেন দুদকে যে আয়ের বিবরণী দিয়েছেন তাতে বাড়ি নির্মান ব্যয় দেখানো হয়েছে ২৭ লাখ ৬০ হাজার টাকা। পরে গণপূর্ত অধিদপ্তরের দুজন প্রতিনিধি আফজাল হোসনকে সাথে নিয়ে প্রকৃত নির্মান ব্যয় নির্ধারণ করেছেন ৬৪ লাখ ৩৩ হাজার ৭২৩ টাকা। অর্থাৎ বাড়ি নির্মান কাজের প্রকৃত ব্যয় তিনি গোপন করেছেন।

এদিকে সম্পদের বিবরণীতে আফজাল হোসেন তার নিজ নামীয় ব্যাংক

একাউন্টে টাকা জমার তথ্য গোপন করেছেন। গাংনীর দুটি ব্যাংকে তার একাউন্টে পাওয়া গেছে ১ লাখ ৯২ টাকার স্থিতি।

আফজাল হোসেন ও তার ছোট মেয়ে সুজানা পারভীনের নামে মেহেরপুর প্রধান ডাকঘরে ২০ লাখ টাকার পারিবারিক সঞ্চয়পত্র রয়েছে। দুদুককে দেওয়া তথ্য বিবরণীতে এতথ্যও গোপন করেছেন তিনি।

আফজাল হোসেন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের যে বিবরণী দাখিল করেছেন তাতে গোপন করা হয়েছে ৩৮ লাখ ৬৫ হাজার ৭৪৯ টাকা।

মামলার আর্জিতে সার্বিক পর্যালোচনায় বলা হয়েছে আফজাল হোসেনের মোট অর্জিত সম্পদের পরিমাণ ২ কোটি ৩ লাখ ৫৫ হাজার ৪৮০ টাকা। তার চাকুরির বেতন ভাতাদিসহ আর্থিক সুবিধা আয়, গৃহসম্পতি আয় ও কৃষি আয় রয়েছে। যার মাসিক আয় হিসেব করে জ্ঞাত আয় বর্হিভূত সম্পদের টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি ১০ লাখ ১৫ হাজার ৫৩৬ টাকা। এ সম্পদের বিষয়ে দুদকের অনুসন্ধান টিমের কাছে প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন কোন প্রকার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। এ টাকার সম্পদ অর্জন করে তিনি দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৭(১) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। যে কারনে বিচারের লক্ষ্যে মামলাটি দায়ের করেছে দুদক।

এদিকে গতকালই মামলাটি রেকর্ড করেছেন দুদক সমন্বিত কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের উপসহকারি পরিচালক সৈয়দ মাইদুল ইসলাম। দুদক আইনে মামলাটির বিচার কার্যক্রম গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের একটি বিশ্বস্থ্য সূত্রে জানা গেছে, আফজাল হোসেন গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় এন্ড কলেজের প্রধান হিসেবে যোগদানের পরপরই শুরু করেন শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ বাণিজ্য।

সূত্রমতে, কলেজ শাখায় শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছেন ২১ জন, কাম কম্পিউটার অপারেটর ২ জন, হিসাব রক্ষক ১ জন, অফিস সহায়ক (পিয়ন) ৩ জন। বিদ্যালয়ের জেনারেল শাখায় বিকেল শিফটের জন্য ব্যাক ডেটে নিয়োগ দিয়েছেন ৭ জন, কোনো পদ না থাকলেও অতিরিক্ত অফিস সহায়ক পদে নিয়োগ দিয়েছেন ৫ জনকে। অফিস সহায়ক পদের একজন প্রার্থী সিয়াম হোসেনকে নিয়োগ দিয়ে বিদ্যালয়ে যোগদান করতে না দেওয়ায় সম্প্রতি গাংনী হাসপাতাল বাজারে প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেনকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। পর্যাপ্ত পরিমাণ শিক্ষার্থী না থাকলেও নিয়মবহির্ভূতভাবে শিফট খুলে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ১৫ জন শিক্ষক মাধ্যমিক পর্যায়ের সকাল শিফটের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ৩ জন

শিক্ষক। ওই সুত্রটি জানায়, এসব শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে নেওয়া হয়েছে মোটা অংকের ডোনেশন। যেখানে নতুন শিক্ষকদের জন্য ১৫ থেকে ১৮ লাখ এবং পুরাতন শিক্ষকদের নেওয়া হয়েছিল ৮ থেকে ১০ লাখ টাকা।

জানা গেছে, প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন ইতোমধ্যে গাংনী উপজেলা পরিষদের পাশে একটি বাড়ি, বাঁশবাড়িয়াতে সোয়া ৮ শতক জমির উপর পৌণে এক কোটি টাকা খরচ করে একটি বাড়ি ও কুষ্টিয়া জেলা শহরের র্যাব ক্যাম্পের পেছনে প্রায় কোটি টাকা মূল্যের জমিসহ একটি একতলা বাড়ি কিনে দোতালায় পরিণত করেছেন। এছাড়া শহরের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে একাধিক জমির প্লট ও মাঠান জমি।

কোটচাঁদপুর ফুলবাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বই বিক্রির অভিযোগ

সরকারি পুরাতন বই ভাংড়ীর দোকানে বিক্রির অভিযোগ উঠেছে কোটচাঁদপুরের ফুলবাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। এভাবে বই বিক্রি করতে পারেন না, বললেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা অশোক কুমার। মঙ্গলবার (৪ জুন) সকালে ভাংড়ী দোকানির কাছে বইগুলো বিক্রি করেন তিনি।
সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার সকালে ঝিনাইদহের চন্ডিপুর বাজারের আলিমের ভাংড়ির দোকানে সরকারি পুরাতন বই বিক্রি করা হয়েছে। এমন অভিযোগ উঠেছে কোটচাঁদপুরের ফুলবাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শামসুদ্দিন আহম্মদের বিরুদ্ধে। তিনি এ বই বিক্রির কথা স্বীকার করে বলেন, বছর শেষে ছাত্র / ছাত্রীদের কাছ থেকে যে বই নেয়া হয়। সেই বইগুলো বিক্রি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পরে রেজুলেশন করে নিবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।
তবে ওই বিদ্যালয়ের সভাপতি ও সাবেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন বলেন,বই বিক্রির ঘটনাটি স্কুলে রেজুলেশন করা আছে। ঘটনাটি সাংবাদিকদের পেপারে ছাপিয়ে দিতে বলেন।
বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা অশোক কুমার বলেন,বিদ্যালয়ের কোন কিছু বিক্রি করতে হলে আমাদের অনুমতি নিতে

হবে। এ ক্ষেত্রে আমাকে তারা কিছু জানাননি। আর এভাবে কতৃপক্ষ বই বিক্রি করতে পারেন না।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে বলেন,এটা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা। আপনারা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলেন।ওনি বিস্তারিত বলতে পারবেন। আর আমি শিক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলছি বলে জানান।

আলমডাঙ্গায় পাইকপাড়া জনকল্যাণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাময়িক বরখান্ত

আলমডাঙ্গার পাইকপাড়া জনকল্যাণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলামকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে ম্যানেজিং কমিটি। অবৈধ পদোন্নতি,বিনা রশিদে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা আদায়সহ নানা অভিযোগে ম্যানেজিং কমিটি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বরখাস্তের চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, বর্তমান প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম জুনিয়র শিক্ষক হতে অবৈধভাবে পদোন্নতি গ্রহণ পেয়েছেন। বিনা রশিদে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা আদায়। পেশাগত অসদাচরণ,বিশেষ করে বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির সাথে অসদাচরণ,কমিটির নির্দেশনা অমান্য করা, কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত ও বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি ছাড়াই ভারতে অবস্থান করা, কারণ দর্শানো পত্রের দাখিল না করা ইত্যাদি। এসব বিষয় তাকে গত ২০২২ সালের ৪ ডিসেম্বর, চলতি ২৪ সালের ১৩ এপ্রিল, ২৩ এপ্রিল ও ৫ মে কারণ দর্শানো পত্র প্রেরণ করা হলেও শুধু মাত্র ২৩ এপ্রিল কারণ দর্শানোর জবাব ৫ মে দাখিল করেন। ম্যানেজিং কমিটির কাছে এ জবাব সন্তোষজনক মনে না হওয়ায় পুনরায় জবাব দাখিল করার জন্য ৫ মে কারণ দর্শানে পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু এর কোন জবাব দেননি প্রধান শিক্ষক।

এ সংক্রান্ত বিষয়ে গত ১৩ মে বিদ্যালয়ে ম্যানেজিং কমিটি সভা দিন ধার্য্য করলে প্রধান শিক্ষক ৪ দিনের মেডিকেল ছুটির দরখাস্ত দিয়ে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকেন।

এমতাবস্থায় গত ১৩ মে ম্যানেজিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৬ মে থেকে প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলামকে তার পদ থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। একই সাথে ২২ মে’র মধ্যে প্রধান শিক্ষকের সকল ক্ষমতা ও দ্বায়িত্ব ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের নিকট বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের “প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন লাঞ্ছিত”

চাকুরী দেওয়ার নামে ৬ লাখ টাকা নিয়ে চাকুরী না দেওয়ার অভিযোগ এনে এক প্রধান শিক্ষককে লাঞ্ছিত করেছেন চাকুরী প্রত্যাশী যুবক ও তার লোকজন।

অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত অনুমানিক সাড়ে আটটার দিকে গাংনী উপজেলা শহরের হাসপাতাল বাজার এলাকায় এই লাঞ্ছিতের ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, গাংনী উপজেলা শহরের সিনেমা হলপাড়া এলাকার আওয়ামী লীগের প্রবীন নেতা আলাউদ্দিন ওরফে আলার তার ছেলে সায়েম রানার জন্য গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের পিওন পদে চাকুরী নেয়ার জন্য প্রায় তিন বছর পূর্বে ৬ লক্ষ টাকা দেন প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেনকে।

কিছুদিন ওই বিদ্যালয়ে সায়েম রানাকে দিয়ে কাজ করান প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন। তারপর তাকে অজ্ঞাত কারনে তাড়িয়ে দেন।

আওয়ামীলীগ নেতা আলাউদ্দিন জানান, বিষয়টি নিয়ে প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন ও বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মোশাররফ হোসেনের সাথে একাধিক বার কথা বলেছি। কিন্তু তারা আমার কথায় কর্ণপাত করেনি। আমার ছেলেকে চাকুরীও দেইনা। ৬ লাখ টাকাও ফেরৎ

দেইনা।

আজকে হাসপাতাল বাজারে তাকে ধরে টাকা কবে দেবে সেই কথা বলা হয়েছে। এদিকে এই ঘটনায় হাসপাতাল বাজারে তাৎক্ষণিকভাবে শতশত লোক জড়ো হয়।

এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেনের সাথে তার মোবাইল ফোনে একাধিক বার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

প্রধান শিক্ষকদের গলার কাটা বায়োমেট্রিক মেশিন

মেহেরপুর সদর উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা বায়োমেট্রিক হাজিরা মেশিন নিয়ে পড়েছেন মহাবিপাকে। অনেক স্কুল ইতিমধ্যে মেশিনগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। আবার অনেক স্কুল মেশিনগুলো সচল থাকলেও প্রতি মাসে মেরামত বাবদ খরচ হচ্ছে দেড় থেকে দুই হাজার টাকা।

জানা যায়, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের শতভাগ হাজিরা নিশ্চিতকরণের জন্য ২০১৯ সালের ২৮ মার্চ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর দেশের প্রত্যকটি সরকারি স্কুলে বায়োমেট্রিক হাজিরা মেশিন কেনার জন্য স্লিপের টাকা ব্যবহার করে আদেশ দেওয়া হয়।

সেই পত্রের আলোকে মেহেরপুর সদর উপজেলার ১০৮ টি স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা বায়োমেট্রিক হাজিরা মেশিন ক্রয় করেন। কিন্তু সেই বায়োমেট্রিক হাজিরা মেশিন ক্রয় করার পর থেকেই সমস্যাই ভূগছেন তারা।

ইতিমধ্যে উপজেলার ৬০/৭০ টি স্কুলের বায়োমেট্রিক হাজিরা মেশিন নষ্ট হয়ে গেছে। বাকি স্কুলগুলোর বায়োমেট্রিক হাজিরা মেশিন সচল থাকলেও সেগুলো নিয়ে মহাবিপাকে রয়েছেন প্রধান শিক্ষকরা।

এব্যাপারে মেহেরপুর শহরের বিএম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুরাইয়া পারভীন বলেন, তার স্কুলের বায়োমেট্রিক হাজিরা মেশিনটি প্রতি মাসেই একবার করে মেরামত করতে হচ্ছে। একবার মেরামত করতে গেলে দেড় হাজার টাকা করে খরচ হয়। যে টাকা শিক্ষকদের পকেট থেকে দিতে হয়। বায়োমেট্রিক হাজিরা মেশিন সারার জন্য তো সরকার টাকা দিচ্ছেনা।

মেহেরপুরের বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বায়োমেট্রিক হাজিরা মেশিন স্থাপনের নামে সরকারি টাকা লুটের অভিযোগ উঠেছে। মেশিন স্থাপনের নামে ‘স্লিপ গ্র্যান্ড’ নামের স্কুলের ফান্ড থেকে ১৩ হাজার টাকা নেওয়া হয়েছে। অথচ মেশিনগুলো মাত্র ৬ হাজার টাকা দামের কেনা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অনেক বিদ্যালয়ে মেশিনটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় শিক্ষকদের উপস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারছে না ঊর্ধ্বতন অফিস। স্কুল সভাপতি ও প্রধান শিক্ষকের মেশিন কেনার কথা থাকলেও তা উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের মতামতের মূল্য দেওয়া হয়নি।

সূত্রমতে মেহেরপুর সদর উপজেলার ১০৮ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে সদর উপজেলায় মেশিন ক্রয়ের বিষয়ে। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তারা কেউ মুখ খুলতে চান না। তারা বলেন, সব স্কুল কমিটি জানে। তবে স্কুল কমিটি বলছে তাদের কিছু জানানো হয়নি সদর উপজেলার তৎকালিন শিক্ষা অফিসের কয়েক ব্যক্তি শিক্ষকদের মেশিন ক্রয় করতে বাধ্য করেছিলেন। অভিযোগ উঠেছে শিক্ষা অফিসের লোকজন ৬ হাজার টাকা দামের নিম্নমানের মেশিন দিয়ে হাতিয়ে নিয়েছেন ১৩ হাজার টাকা।

সদ্য বিদায়ী মেহেরপুর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ভুপেষ রঞ্জন রায় বলেন, করোনার সময় ২ বছরে প্রায় সবগুলো ডিজিটাল হাজিরা মেশিন নষ্ট হয়ে গেছিল। আবারও সেগুলো মেরামত করা হচ্ছে। এখনও কিছু মেশিন নষ্ট হয়ে রয়েছে। যেগুলো মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্কুল কমিটি নিজেরা মেশিন ক্রয় করেছে। কি মানের মেশিন কিনেছেন তারাই ভাল জানেন।

চারুলিয়া শেখপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সেলিম খান লাভলুর বিদায়ী সংবর্ধনা

টানা ৩১ বছরের মায়া মমতা ছিন্ন করে বিদায় সংবর্ধনা গ্রহণ করলেন দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদহ ইউনিয়নের চারুলিয়া শেখপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সেলিম খান লাভলু(৬৫)। তিনি চারুলিয়া গ্রামের মৃত লুৎফর রহমানের ছেলে। জানা গেছে আজ বিকাল ৪ টার দিকে বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে এ বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নুর আলম মনির সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাটুদহ ইউপি চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম শফির বক্তব্য বলেন এ বিদায় সে বিদায় নয় হয়তো ভালো কিছু পাবার আশায় এ বিদায় নিতে হয়। দীর্ঘদিন একসাথে চলাফেরার পথে অনেক ভালোবাসার জন্ম হয়। সেসব ভালোবাসা ছিন্ন করে বিদায় লগনে কষ্টের সামিল হতে হয়। আরও বলেন ১৯৯২ সালে স্থপতি কাল থেকে তিল তিল করে সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে গড়ে তুলেছে বিদ্যালয়টি।

বিদায়ী প্রধান শিক্ষক সেলিম খান লাভলু জানান, ৩১ বছর দায়িত্বরত জীবনে আমার হাত দিয়ে মানুষের মতো মানুষ বানিয়েছি অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী। তার পাশাপাশি বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক শিক্ষিকাদের মায়া ত্যাগ করে বিদায় নিতে অনেকটাই কষ্ট হচ্ছে।

আরও বলেন নতুন প্রধান শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হারুনর রশিদ খান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়টির সাবেক সভাপতি আবুল কাশেম, সহকারী শিক্ষক মাহফুজুর রহমান খান, কাজী মাসুদ হক, মুসলিমা খাতুন, কানিজ ফাতেমা,সাবেক ছাত্র মুফতি ইকরামুল হক সুজন, লিজন খান সহ গোটা গ্রামবাসী। বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন পরাণ শেখ।